যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রস্তাবিত সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি পিছিয়ে যাচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্টার

আলোচিত সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় এ পদ্ধতি চালুর কথা ছিল। সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আপত্তির মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নেয়া সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা দেয়া হবে।

সূত্র জানায়, ২০১০ সালে দুটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্তটি বহাল থাকবে। সব বিষয়ে এ পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্তটি পুনঃবিবেচনা করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। সে ক্ষেত্রে ২০১১ সালে ২/৩টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিষয়টি সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই করা হবে।

উল্লেখ্য, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে (বাংলা ও ধর্ম

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

পরীক্ষা : সৃজনশীল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা) সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পরিপত্রও জারি হয়। ২০১১ সাল থেকে সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর নির্দেশ দিয়ে পৃথক পরিপত্রও জারি করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তবে কিভাবে এ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভ্যস্ত করা হবে সেটি নিয়ে বিতর্ক চলছে।

মঙ্গলবার এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নায়েম অডিটোরিয়ামে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বোর্ড চেয়ারম্যানরা অভিভাবক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল [illegible] উপস্থিত ছিলেন।